কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বোমাসহ আটক ১

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটার গান, দুটি হাতবোমা ও একটি দেশীয় অস্ত্রসহ মঙ্গল মোল্লা নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

আটককৃত মঙ্গল মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার ছলিমের চর এলাকার মো. মালেক মোল্লার ছেলে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাত ১টা ৩০ মিনিটে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ চিলমারী বিওপির ছলিমপাড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় একটি ওয়ান শুটার গান, দুটি হাতবোমা, একটি দেশীয় অস্ত্র (হাসুয়া) এবং একটি মোবাইল ফোনসহ মঙ্গল মোল্লাকে আটক করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত এলাকায় মাদক, অস্ত্র ও চোরাচালান প্রতিরোধে সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে পাঁচ দিনের ব্যবধানে এবার লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কদমতলা রোড এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ৩১শে জানুয়ারি সকালে এবং বিকেলে দারিয়াপুরের দুটি জায়গা থেকে লাল টেপ মোড়ানো ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের আকামত আলীর ছেলে আল আমিন এর বাড়ির পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে লাল কসটেপ দ্বারা পেচােনো একটি বোমা সাদৃশ বস্তু যার তিনমূখী তার সংযুক্ত এবং তিনটি অংশ কালো কসটেপ দিয়ে পেচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামে কদম তলা রোডে আকামত আলীর ছেলে আল আমীন এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে বোমা সাদৃশ বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি আসলেই কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওসি বলেন, ‘কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’

গাংনীতে চাঁদার দাবিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর

পরিবারকে হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার সকালে কাথুলী ইউনিয়নের সহগোলপুর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের বাড়ির পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু ও চাঁদা দাবির চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসী মিঠুন সহগোলপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় মিঠুনের পরিবারসহ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে,শ্রদ্ধেয় মামা সালাম নিবেন আশা করি ভালোই আছেন বিল্ডিং অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক টাকা খরচ তাইনা ? এলাকার বড় ভাইদের মিষ্টি দিলেন না তাই আমরা সোশাল মিষ্টি পাঠালাম আমাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই নাম্বার ০১৯৩৬-০২৪২৫৩ নগত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবেন, না দিলে ছেলে ও বিল্ডিং দুইটায় হারাবেন। নগত বা বিকাশে টাকা না দিতে পারেন তাহলে নারগিসের বাথরুমের পিছনে ২টা ৪৮ মিনিটের সময় রেখে আসবেন।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের চাচাতো ভাই নাজমুল জানান, তাদের নির্মানাধীন বাড়ির পাশে একটি মিষ্টির প্যাকেটে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। চিরকুটে দেড়লাখ টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য দাবি করেছে। স্থানীয় মুসল্লীরা সকালে প্যাকেট দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় পরে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করলে তারা চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য বস্তু নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে গরু-সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-যুগিন্দা রোডে গরু ও সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালিয়ে ডাকাতি করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। ব্যবসায়ীদের কয়েকজনকে মারধরও করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার (১ জুলাই) রাত দশটার সময়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন গরু ও সবজি ব্যবসায়ী। পথে পোড়াপাড়া-যুগিন্দা সড়কের নির্জন এলাকায় ওৎ পেতে থাকা ডাকাত দল তাদের গতিরোধ করে। প্রথমে দুটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, পরে ব্যবসায়ীদের মারধর ও লুটপাট চালায়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনী জুড়ে বোমা আতঙ্ক!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাবাসী এখন বোমা আতংকে দিন কাটাচ্ছেন। ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রেনীর মানুষের বাড়িতে একের পর এক বোমা চিরকুট ও কাফনের কাপড় রেখে হুমকী দেওয়ায় জনমনে তৈরী হয়েছে নতুন করে আতংক। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

তবে, পুলিশ বলছে দূর্বৃত্তদের সনাক্তে কাজ করছে তারা।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি দোকানের সামনে থেকে হাতবোমা ও টিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লেখা হয় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরে আসবে, আমরা চরগোয়াল গ্রামের মানুষ। আমরা নদীর এপার ওপার আছি বিএনপির একটি লোকও যেনো গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে।’ এভাবেই হুমকী সংবলিত চিরকুট লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। পরে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের বাড়ির গেটের সাথে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ও চিরকুট রেখে যায় সন্ত্রাসীরা।

এছাড়া এলাঙ্গী গ্রামের সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা সুমনের বাড়িতে, গোপালনগরের বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামের দোকানের সামনে বোমা কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে যায়। এভাবেই চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে বোমা কাফনের কাপড় ও জিবন নাশের হুমকী সম্বলিত চিরকুট রেখে হুমকী দিচ্ছে। চিরকুটে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য দিচ্ছে মোবাইল নম্বর।

শুধু এসব ব্যক্তি নয়, উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গত চার মাসে প্রায় ১৪ টি হাতবোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ। যার অধিকাংশ বোমার সাথে চিরকুট ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করা হয়। এসব ঘটনায় উপজেলাবাসির মাঝে নতুন করে তৈরী হয়েছে বোমা আতংক। এক সময়ের রক্তাক্ত জনপদ দক্ষিণ পশ্চিামাঞ্চলের মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সর্বত্রই ছিল সন্ত্রাস কবলিত। তৎকালিন সময়ে সন্ত্রাস দমণে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৭ টি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩ টি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বোমা, কাফনের কাপড় এবং চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আতংকিত হয়ে পড়েছি। পুলিশ আজো এসব ঘটনায় জড়িতদেরকে সনাক্ত ও আটক করতে পারেনি। চরগোয়াল গ্রামের বাসন্দারা জানান, বোমা ও চিরকুট আমাদের গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সাথে জড়িতদের বের করে আইনের হাতে না দিলে আমার গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাবে।
গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান্ আন্জুমান আরা বলেন, বিভিন্ন গ্রামের বোমা রাখছে দূর্বৃত্তরা। মানুষকে হুমাকি দিচ্ছে। এগুলিকে দ্রত দতন্ত আইনের আওতায় না আনলে আইনশৃঙ্খলার চরম

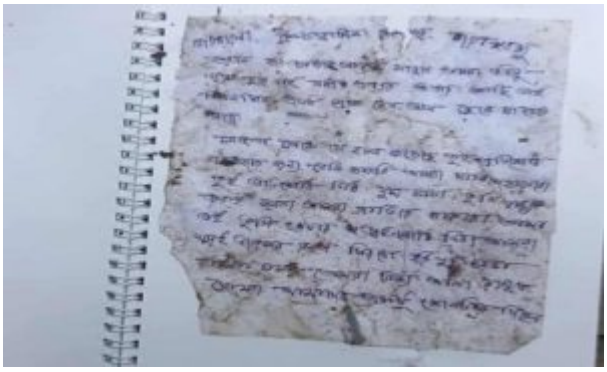

অবনতি হবে।

গাংনী পৌরসভার প্রথম মেয়র সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত আমিরুল ইসামের ছেলে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন. আমার বাবাকে গাংনী বাজারে বোমা মেরে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। আমরা তার বিচার আজও পাইনি।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী বকুল, সাবেক চেয়ারম্যান বজলুর রহমান, মঙ্গল স্বর্নকারকে বোমা হামলায় হত্যা করেছিল সন্ত্রীনরা। বর্তমানে বোমা আতংক ছড়িয়েছে গাংনীতে। পুলিশ দ্রত তদন্ত করে দোষীদের আইনে সোপর্দ করতে হবে। তা না হলে গাংনী আবারও রক্তাক্ত জনপদে পরিনত হবে।

গাংনী থানা ওসি (তদন্ত) মো: আল মামুন-বলেন, বোমা সাদৃশ বেশ কয়েকটি বস্ত উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি বোমা কিনা তা পরীক্ষা করে বোমাবাজ ও সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ।

শেখ হাসিনা ফিরবে শিরোনামে গাংনীতে চিরকুট ও বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

যেন গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে…
এমন লেখা একটি চিরকুট এবং লাল
কসটেপ মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু
রেখে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রামে স্থানীয় একটি দোকানের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

তবে এগুলো আসল বোমা, নাকি স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কোনো অসাধু চক্রের তৈরি, তা পর্যালোচনা করছে গাংনী থানা পুলিশ।

চিরকুটে লেখা রয়েছে: “জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরবে। শোন, আমরা চরগোয়ালগ্রামের মানুষ। আমরা কিন্তু খুব দূরে নই, নদীর এপার-ওপার আছি। তাই বিএনপির একটি লোক যেন গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে…।”

স্থানীয়রা জানান, চরগোয়ালগ্রামের আলতাফ হোসেনের দোকানের সামনে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে লোকজন জড়ো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে বস্তু দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল বলেন, “চরগোয়ালগ্রাম থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ মাঠে কাজ করছে। এর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। তবে কোনো চক্র এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য এমন কর্মকাণ্ড করছে কিনা, সেটি আমরা গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করছি।”

গাংনীতে আওয়ামীলীগ নেতার বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও হুমকি চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রশিদের বাড়ির সামনে থেকে বোমা সদৃশ্য একটি বস্তু ও একটি হুমকি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২ জুন) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

আব্দুর রশিদ জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি অদ্ভুত বস্তু দেখতে পান তিনি। পরে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে

পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে বামুন্দী ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে।

আব্দুর রশিদ অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি সন্ত্রাসী চক্র তার কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা না দেওয়ায় তাকে ভয় দেখাতে এবং আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই এমন বস্তু রেখে যাওয়া হয়েছে বলে তিনি ধারণা করছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “ঘটনাটি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ঘটনাস্থল থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও একটি হুমকিমূলক চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।”

গাংনীতে অস্ত্র, বোমা ও গাঁজা উদ্ধার, ডাকাতদের পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠে অভিযান চালিয়ে ১টি পিস্তল, ৫টি ককটেল বোমা ও ৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের মেজর ফারহান এবং লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা ক্যাম্প জানতে পারে, গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের চোখতলা মাঠে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ককটেল বোমা প্রস্তুত করছিল একদল দুষ্কৃতীকারী। এমন সংবাদের পেয়ে সেনাবাহিনীর অভিযানিক দলটি সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান দলের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা ২টি মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি করে ১টি পিস্তল, ৫টি ককটেল বোমা এবং ৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

সেনা ক্যাম্প থেকে জানানো হয়, দুষ্কৃতিকারীরা ওই স্থানে ডাকাতি ও ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উদ্ধারকৃত পিস্তল, বিস্ফোরক ও গাঁজা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য দু’টি বস্তু ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফোজিয়ারা খাতুন জানান, শিক্ষার্থীরা প্রথমে ৩য় তলায় বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে তাকে অবহিত করে। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে খবর দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

এদিকে, ঘটনার পর বিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।